● **'বসন্ত'-র বিষয় বস্তু—**

আম্রকুঞ্জ, বেণুবন, দক্ষিন হাওয়া প্রভৃতি চরিত্রেরা এ নাটকের নায়ক, নায়িকা, পাত্র, পাত্রী হয়ে বসন্তের নানা রূপ ও অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করেছে। রাজা ও তাঁর বয়স্য বন্ধু কবির সঙ্গে কথোপকথনে নাটকে শুরু। রাজা ও কবি দর্শক ও ব্যাখ্যাতার ভূমিকা নিয়েছেন।

ঋতুরাজ বসন্ত সত্যই রাজা,—রাজৈশ্বর্যে পূর্ণ। পূর্ণ বলেই তিনি সহজেই রিক্ত হতে পারেন। তাই তিনি সন্ন্যাসীও বটে; অনেকটা রবীন্দ্রনাথের পূজার গানের (অসীম ধন তো আছে) ঈশ্বরের মতো। বসন্ত— যিনি জীর্ণ বসনে আসেন তিনিই আবার নবীনও বটে। কবি বুঝিয়ে বলেন— "আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে তার একপিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা ঝড়া ফুল; আবার যখন পালটে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী; তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরী, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতন পুরাতনের মধ্যে দিয়ে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।"

রাজসন্ন্যাসীরূপে বসন্ত আসেন স্বর্ণরথে। তাঁর কাছে প্রকৃতি সব দান করে, তাই ধরণী ধনী হয়ে ওঠে। প্রকৃতির বনভূমি বলে— 'বাকি আমি রাখবোনা কিছুই।' আম্রকুঞ্জ বলে 'আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই।' করবী, বেণুবন, দীপশিখা, সকলেই তাদের সব কিছু দিয়ে সার্থক হবার কথা ব্যক্ত করে। ঋতুরাজ আসেন ছদ্মবেশে। বলেন—

'আমি তারি যে আমারে
যেমনি দেখে চিনতে পারে।'

এর পরে ঋতুরাজের যাবার সময়। কবি ব্যাখ্যা করেন— পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা। বাঁধন পরা বাঁধন খোলা এও যেমন এক খেলা, তাও তেমনি এক খেলা।'

প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন— "ঋতুরাজের গায়ে কাপড়খানার কথা স্মরণীয়। 'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই'। তাঁহার কাছে বিরহ মিলন খণ্ড নয়, জীবন সত্তার এপিঠওপিঠ মাত্র।" (রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ)।

'বসন্ত'-এ ২৩টি গান আছে।

আমরা বাস্তু ছাড়ার দল	দেশ, খাম্বাজ
সব দিবি কে	খাম্বাজ, পিলু
বাকি আমি রাখব না	খাম্বাজ
ফল ফলাবার আশা	হাম্বীর
যদি তারে নাই চিনি	খাম্বাজ
দখিন হাওয়ায় জাগো	বেহাগ (সুরান্তরে ভৈরব, ভৈরবী)
ধীরে ধীরে ধীরে বও	ইমন
সহসা ডালপালা	বেহাগ
সে কি ভাবে	কীর্তন
ভাঙল হাসির বাঁধ	দেশ, গৌড় মল্লার
ও আমার চাঁদের আলো	খাম্বাজ
কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা	বাহার, আড়াণা, খাম্বাজ
শুকনো পাতা কে	মূলতান
গানগুলি মোর	কাফি, সিন্ধু
তোমার বাস কোথা	দেশ
আজ দখিন বাতাসে	পিলু বারোয়াঁ
এখন আমার সময়	আশাবরী
বিদায় যখন চাইবে	ভৈরবী

এ বেলা ডাক পড়েছে	বাউল
না যেয়ো না	সিন্ধু
এবার বিদায় বেলার	কালেংড়া
আজ খেলা ভাঙার খেলা	খাম্বাজ
ভয় করব না রে	কীর্তন
ওরে পথিক	খাম্বাজ

'শেষ বর্ষন'- এর উপস্থাপনা ১৩৩২ সালে। 'বর্ষাকে না জানলে শরৎ-কে চেনা যায় না।' শেষ বর্ষণ আসলে বর্ষার বিদায় ও শরতের আগমন। বাদল লক্ষ্মীই পরিবর্তিত হন শরতশ্রীতে। যেমন একই ঋতুরাজ— শীতেও আছেন, বসন্তেও আছেন। 'বসন্ত' ঋতুনাট্যের সেই 'চাদর'-এর এপিঠ-ওপিঠ।

নাটকের প্রথমে বলা হচ্ছে 'বোঝবার কঠিন চেষ্টা করবেন না মহারাজ 'তাহলেই সহজে বুঝবেন'। বর্ষাকে বুঝতে হলে ভিতরের দিকে তাকাতে হয়। গ্রামের স্রোতে হাল ছেড়ে দিলে সহজেই বর্ষাকে অনুভব করা যায়।

শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। তার মধ্যে বিরহের অন্ধকার। এমন সময় এলো শ্রাবণের পূর্ণিমা। বসন্ত পূর্ণিমার সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। বসন্ত পূর্ণিমা অপূর্ণ, কারণ তাতে চোখের জল নেই— আছে হাসি। শ্রাবণের পূর্ণিমা দুই-য়ে পূর্ণ— হাসির কাণায় কাণায় তথা নয়নের জল। বর্ষায় মধুর এবং কঠোরের মিলন আছে। 'তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা।'

বর্ষায় আছে অন্যথা বৃত্তিঃ চেতঃ অর্থাৎ আনমনা ভাব।—

'পরাণ আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।'

বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্তি দেখা যায়— 'ঐ আসে ঐ অতি' গানটিতে। এর পরে শরতের আগমন। এবারে—

মিলবে যুগল কালোয় আলোয়
সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে,
কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে।

এরপরে শরৎশ্রী। শরৎশ্রী আসলে বাদল লক্ষ্মীর বেশান্তর। সেই ঋতুরাজের চাদরখানার মত।—

ছায়াতে আলোতে আঁচল গাঁথা
আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি।

এর পরে আসে সুন্দর। তবে সুন্দর বড়ো চঞ্চল। ক্ষণিকের অতিথি। ক্ষণিকের তরে আসেন— কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই তো সৃষ্টির লীলা।—

'সে যে শিশির ফোঁটার মালা গাঁথা
বনের আঙিনায়।'
"বাঁশিতে যদি গান বেজে থাকে
সেই তো চরম।"

প্রমথ নাথ বিশী মন্তব্য করেছেন— "মানব জীবনের সত্যকে প্রকৃতিতে আরোপ করিয়া ছায়াচিত্রের মতো দেখানো হইয়াছে। প্রকৃতি অভিনয় করিয়া চলিয়াছে; মানব দর্শক সাজিয়া, বিবিক্ত হইয়া বসিয়া, নিজের স্বরূপকে সত্যতর ভাবে উপলব্ধি করিয়া লইতেছে।"

এখানে গানের সংখ্যা ২৪।

এস নীপবনে	সিন্ধু বারোয়াঁ
ঝরে ঝরো ঝরো	সাহানা, গৌড়মল্লার

কোথা যে উধাও হল	মিশ্র, মিয়ামল্লার
আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে	বেহাগ, খাম্বাজ
বজ্রমাণিক দিয়ে	বাউল
পুবহাওয়াতে দেয়	কাফি, সাহানা
অশ্রুভরা বেদনা	মিশ্র কাফি
ধরণীর গগনের	ছায়ানট, কেদারা
পথিক মেঘের দল	বাউল
বন্ধু রহো রহো	ভৈরবী
ঐ আসে ঐ অতি	সাহানা, পিলু, ইমনকল্যান, হাম্বীর
একলা বলে বাদল শেষে	দেশ
শ্যামল শোভন শ্রাবণ	কেদারা
দেখো শুকতারা	কালেংড়া
ওলো শেফালি	কেদারা
যে ছায়ারে ধরব	ছায়ানট
এস শরতের অমল	জৌনপুরী
ওগো শেফালি বনের	ভৈরবী
এবার অবগুণ্ঠন খোলো	দেশ
তোমার নাম জানিনে	ভৈরবী
কার বাঁশি নিশি ভোরে	গান্ধারী
হে ক্ষণিকের অতিথি	ভৈরবী
আমার রাত পোহালো	ভৈরবী
গান আমার যায়	কীর্তন